তারিখ ... ২৭.০৭.২০০০ ...
পৃষ্ঠা ২৫ ... কলাম ৭ ......

দৈনিক ইত্তেফাক

114

ঢাবি'তে চাঁদাবাজির হিস্যা নিয়া 'বাগেরহাট গ্রুপ' দ্বিধাবিভক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল এলাকায় নির্মাণাধীন 'অমর একুশে' হল লইয়া চাঁদাবাজির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল কেন্দ্রিক 'বাগেরহাট গ্রুপটি' দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৭০ হাজার টাকা চাঁদা গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া বাগেরহাট গ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রিয় কমিটির নেতা এবং হল পর্যায়ের কর্মীরা মুখোমুখি অবস্থান লইয়াছে। গত কয়েকদিন পূর্বে সন্ত্রাসীরা হলের দারোয়ানকে অপহরণ করে। ঠিকাদারদের মধ্যস্থতায় সে মুক্তি পাইয়াও প্রাণভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল এলাকায় মহান ভাষা সৈনিকদের স্মরণে নির্মিত হইতেছে 'অমর একুশে' হল। কয়েকটি ক্যাডার গ্রুপের চাঁদাবাজির কারণে হলটির নির্মাণকাজ বিঘ্নিত হইতেছে। চাঁদাবাজির সহিত ঠিকাদার সমিতির বেশ কিছু কর্মকর্তাও জড়িত বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এইসব ঠিকাদার এখন সন্ত্রাসীদের বদলে নিজেরাই সিডিউল ক্রয়, টেন্ডার ড্রপ এবং কাজ প্রাপ্তি হইতে মোটা অংকের কমিশন গ্রহণ করেন। যেই কাজ পাক অলিখিত শতকরা ২ টাকা কমিশন বাদ দিয়া কাজের হিসাব করিতে হয়। এখন এই চাঁদার অংক সেই ছাত্র নেতাটি একাই আত্মসাৎ করায় বাগেরহাট গ্রুপের মধ্যে অন্তঃকলহ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। মুহসীন হল নিয়ন্ত্রণকারী হলের সম্পাদক সাখাওয়াত এবং বাগেরহাট গ্রুপের নেতা 'বিমান' বলিয়াছেন, তাহারা দল ত্যাগ করিবেন, কোন চাঁদাবাজের সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ক্যাডার গ্রুপ বলিতে দুইটি গ্রুপকেই বোঝায়। একটি মুহসীন হল কেন্দ্রিক বাগেরহাট অপরটি মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপ। জিয়া হল কেন্দ্রিক মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় মুহসীন হল কেন্দ্রিক বাগেরহাট গ্রুপটিই ক্যাম্পাস এলাকায় চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রক। গ্রুপটির নেতা শফিক শিক্ষা ভবন এলাকায় চাঁদাবাজির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরিয়াই গ্রুপটির মধ্যে অন্তঃকলহ চলিতেছে।